ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ 'ওয়াসা ভবন'
৯৮,কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৮৪.২০১৭/৮৯৮ তারিখঃ ১৬/০৮/২০২২

বার্তা সম্পাদক
"দৈনিক প্রথম আলো"
ঢাকা।

বিষয়ঃ <u>প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ।</u>

গত ১৪ আগস্ট, ২০২২ তারিখে আপনাদের "দৈনিক প্রথম আলো" পত্রিকার ভিতরের পাতায় **"রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকায় পানির সংকট"** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টি গোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

ঢাকা ওয়াসা উপ-শিরোনামে **"কিছু জায়গায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ায় এবং কয়েক ঘন্টা করে বিদ্যুৎ না থাকায় পানি উৎপাদন কম হচ্ছে"**- প্রতিবেদকের এরূপ তথ্যই বলে দিচ্ছে যে, রাজধানীতে পানির সংকট প্রকট দেখানোর জন্যই সংবাদটি পরিবেশন করা হয়েছে। এটি আতংক তৈরীর অপচেষ্টা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। বাস্তবতা এই যে, রাজধানীর কোথাও কোন পানির সংকট নেই। বস্তুতঃ কিছু সমস্যা যথা- পানির স্তর নেমে যাওয়া, কয়েক ঘন্টা বিদ্যুৎ না থাকা ইত্যাদি পানি উৎপাদন কম হওয়ার একটি সাময়িক কারন। কারণ চিহ্নিত হওয়ামাত্র তা প্রতিকার করে পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা হচ্ছে। প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গুলশান ও মহাখালী এলাকায় পানির কোন সংকট বিরাজ করছে না। তবে সপ্তাহখানেক ধরে লোডশেডিং বেড়ে যাওয়ায় 'গ' ব্লক, 'চ' ব্লক, 'জ' ব্লক ইত্যাদি এলাকায় অনবরত পানি সরবরাহ বিঘ্নিত হয়।

বর্তমানে পত্রিকায় বর্ণিত এলাকা হতে কোন অভিযোগ আসে নাই। মূলতঃ, বিদ্যুতের লোডশেডিং এর কারনে পাম্প দ্বারা পানির উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় কিছু কিছু এলাকায় সাময়িক পানির সংকট দেখা দিচ্ছে। এছাড়াও অতিরিক্ত গরমের কারনে পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপরও ঢাকা ওয়াসা জেনারেটর চালিয়ে এবং লোডশেডিং এর এলাকা সমূহে লোডশেডিং এর সময়সূচী অনুযায়ী ঘুরে ঘুরে মোবাইল জেনারেটর চালিয়ে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করছে।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের "দৈনিক প্রথম আলো" পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

১৬/৮/2022

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।